এসএসএস বুলেটিন

একটি ত্রৈমাসিক

বর্ষ • ১৯ সংখ্যা • ২ অক্টোবর-ডিসেম্বর • ২০২৩

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট: এসএসএস-এর প্রয়াস

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান...

অনুষ্ঠানে একজন ছাত্র বৃত্তির নগদ টাকা গ্রহণ করছেন

এসএসএস-এর শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে ৯২ জন শিক্ষার্থীকে এসএসএস-নাগা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ২৮ অক্টোবর ২০২৩ বিকাল তিনটায় এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন অফিস (টাঙ্গাইল) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসএসএস-এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সহ-সভাপতি জনাব আব্দুর রউফ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপানের বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক মি. সাতরু নাগা।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া, ভাষা শিক্ষক (জাপান) মিস টমোকা, পরিচালক (অ্যাকুয়াপট, জাপান) মিস হানচিনি ও এসএসএস-এর পরিচালক (ঋণ) জনাব সন্তোষ চন্দ্র পাল।

অনুষ্ঠানে ৯২ জন শিক্ষার্থীকে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ প্রান্তিকের শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে মাথাপিছু নগদ ৩,০০০ টাকা করে মোট ২,৭৬,০০০ (দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

সম্পাদক
আব্দুল হামিদ ভূইয়া

প্রকাশনায়
এসএসএস
এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল
ফোন: ০২৯৯৭৭-৫২৬৩০, ৫২৬৩১
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd
Website: www.sss-bangladesh.org

কপিরাইট © এসএসএস
বর্ণমালা প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

স ম্পা দ কী য়

নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে এগিয়ে চলুক উন্নয়ন

পৃথিবী ও পরিবেশ কত না সুন্দর, তা মানুষেরই নিরন্তর প্রচেষ্টার ফসল। নবজাতক জন্ম নিয়ে আসে পৃথিবীতে, দীর্ঘ সময় ধরে থাকে অসহায়। পিতামাতা অত্যন্ত আপন ভেবে গ্রহণ করে শিশুসন্তান, ঘুচিয়ে দেয় সকল অসহায়ত্ব ও প্রতিবন্ধকতা। প্রত্যেক অভিভাবক সন্তানের কল্যাণ-সাধনে আজীবন হাজারো কষ্ট সহ্য করে, চালিয়ে যায় সার্বিক প্রচেষ্টা ও শ্রম। শিক্ষাদিক্ষা, সংস্কৃতি ও অকৃত্রিম ভালবাসায় গড়িয়ে তুলে নবীন প্রজন্মকে। দেখায় আলোর পথ, ধরিয়ে দেয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির আধার।

বয়ঃজ্যেষ্ঠগণের দেখানো পথে চলে নবীন, সাহস সঞ্চার হয় এগিয়ে যাওয়ার। মুরব্বিদের অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব, উদারতায় সৃষ্টি হয় সংস্কার ও সক্ষমতা--সৃজনশীলতা। উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূলে নেতৃত্ব দেয় ঐ সৃজনশীলতা। অথচ সময়ের ক্রমধারায়, সমাজ-সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক কর্মক্ষম মানুষ হয়ে যায়: পেশীশক্তিতে দুর্বল, উৎপাদনে অক্ষম ও প্রবীণ। উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি চক্রে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অবদান শূন্য হলেও, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দেখানো পথে উন্নয়ন ও কল্যাণ চলমান। প্রগতি ও সমৃদ্ধির তাঁরাই পূর্ব কারিগর। এসবে তাঁদেরই রয়েছে মালিকানা ও পূর্ণ অধিকার। প্রকৃতপক্ষে, প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ পরিবার ও সমাজের ভার নয়। বরং উন্নয়ন-ঐশ্বর্য অর্জনে সহায়ক শক্তি, খাঁটি এক সম্পদ। এই সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে দরকার রক্ষণাবেক্ষণের--খাদ্য-পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদায় পরিপূর্ণ রাখা।

প্রকৃতপক্ষে, প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ পরিবার ও সমাজের ভার নয়। বরং উন্নয়ন-ঐশ্বর্য অর্জনে সহায়ক শক্তি, খাঁটি এক সম্পদ। এই সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে দরকার রক্ষণাবেক্ষণের: খাদ্য-পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদায় পরিপূর্ণ রাখা।

প্রবীণ জনতার সতেজ ও সক্রিয় রাখার দায়িত্ব সকলের। এই সংস্কৃতিতে পরিবারে শিশুকিশোর পাবে মানুষ হওয়ার রাস্তা। সংস্পর্শে আসবে জীবনমুখী অভিজ্ঞতা ও কৃতির। পরিবারসমূহ পাবে তাদের প্রকৃত অভিভাবক। পরিবার ও সমাজ হতে দূরীভূত হবে অবিচার ও অন্যায়। পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলায় হ্রাস পাবে হাজারো সমস্যা। ফলে, শান্তি ও সমতায় অনায়াসে এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধি।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট: এস-এস-এস-এর প্রয়াস

১ অক্টোবর ২০২৩ পালিত হলো আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: *"সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা।"* অন্যদিকে দিবসটি পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো--প্রবীণদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতসহ বার্ধক্যকালীন নানা বিষয়ে প্রবীণদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮ শতাংশ প্রবীণ। অর্থাৎ--আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ হলো প্রবীণ। ২০৫০ সালে আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর হার হবে ১৯ শতাংশ। সংখ্যার হিসেবে ৪ কোটি [সূত্র: জাতিসংঘের জনসংখ্যা অভিক্ষেপ]।

বর্তমান প্রেক্ষপট

উল্লিখিত পরিসংখ্যান দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে--এক. চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নয়নে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বর্ধিত হচ্ছে। দুই. প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উদ্বেগ ও নির্ভরশীলতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্ন আয় ও উন্নয়নশীল দেশের সংস্কৃতি আমাদের প্রায় সবার জানা। বিশেষ করে বাংলাদেশের বিদ্যমান সংস্কৃতি বয়ঃজ্যেষ্ঠদের অনুকূলে নয়। অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মহীন ব্যক্তিকে সমাজ ও পরিবারের বোঝা ভাবা হয়। সন্তান ও প্রিয়জনেরা মাবাবা ও মুরব্বিগণের দেখভালের দায়িত্ব নিতে চায় না। অনেকে এ কর্তব্য এড়িয়ে চলে। সমাজের নবীন প্রজন্ম সিনিয়ারদেরকে সম্মান ও যথার্থ মূল্য দিতে নারাজ। অনেক প্রবীণ তাঁর জীবনের সঞ্চয়-সম্পদ সবই সন্তানদের মাঝে বিলিয়ে দেয়। অথবা অসাধু সন্তান ও ওয়ারিশগণ ফুসলিয়ে বৃদ্ধ মাবাবা ও আত্মীয়দের সর্বস্ব লুটে নেয়। একপর্যায়ে তাঁরা সবকিছু হারিয়ে অসহায় মানবেতর জীবন যাপন করে বাধ্য হয়। তাঁদের সমাজে ও পরিবারে মেলে অবহেলা আর অসম্মান। অযত্ন, অচিকিৎসা, অপুষ্টি ও অনিয়শ্চয়তায় দিন কাটাতে হয়। অনেকে বেঁচে থাকার জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে কষ্টকর কাজকর্ম শুরু করেন। শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিগণ অন্য উপায় না-পেয়ে একসময়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অসহায় জীবনযাপনের প্রধান কারণসমূহ

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অসহায় জীবনযাপনের পিছনে দুটি প্রধান কারণ সম্পৃক্ত--দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব [তথ্যসূত্র: হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম গবেষণা, জাতিসংঘ]। উল্লিখিত বিষয় দুটির সাথে আরও বেশকিছু মুখ্য কারণ জড়িত। নিম্নে এবিষয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ তুলে ধরা হলো--

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অসহায় জীবনযাপনের প্রধান কারণসমূহ

১. দারিদ্র্য ও অসচেতনতা

মানবতার বিপর্যয়ের মূলে দারিদ্র্য। অন্যদিকে অসচেনতাও অনেকাংশে দারিদ্র্য ডেকে আনে। কর্মজীবনে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনে ব্যর্থ হলে বার্ধক্য কালে অসহায়ত্ব অনিবার্য। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনা ও সঞ্চয়ের অভাবে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

২. পুঁজিবাদ ও আর্থসামাজিক বৈষম্য

দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হলো--সম্পদ ও আয়ের অসম বণ্টন। এরজন্য দায়ী পুঁজিবাদী মনোভাব--অন্যের চেয়ে আমার সম্পদ বেশি থাকবে, সম্পদ থাকলে প্রচুর ভোগ-বিলাস করতে পারব, সম্পদের কারণে মানুষ ও সমাজ আমাকে অধিকতর গুরুত্ব দিবে ইত্যাদি। এরফলে সমাজের কিছু সংখ্যকব্যক্তি ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না-করে সম্পদের পাহাড় তৈরি করে। আর সিংহভাগ জনগোষ্ঠী সামান্য সম্পদের মালিক হয়, অথবা অনেকের কোন সম্পদই থাকে না তাদের। বার্ধক্য বয়সে তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়। সাথে থাকে অসহায়ত্ব, দুঃখ ও অবহেলা।

৩. শিক্ষা ও সংস্কৃতির দুর্বলতা

বর্তমানে সমাজ ও পরিবারে মানবিক গুণ-সমৃদ্ধ মানুষের বড় অভাব। আমাদের বিদ্যমান শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির মধ্যে মানবতা জাগ্রত করতে অক্ষম। সমাজের একটা বড় অংশ--শাশুড়ি ছেলের বউকে নিজের মেয়ে ভাবে না। আবার ছেলের বউ শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের মাবাবা হিসেবে দেখে না। ফলে, বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারে মাবাবার ভরণপোষণ ও দেখভাল নিয়ে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সন্তানেরা মাবাবার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য এড়িয়ে চলে। অবহেলা, অযত্ন আর বিনাচিকিৎসায় মাবাবার শেষ জীবন কেটে যায়।

একইসঙ্গে, নবীন জনগোষ্ঠী বয়ঃজ্যেষ্ঠদের যথার্থ সম্মান দিতে নারাজ। বিভিন্ন-স্তরে সেবা গ্রহণের সময় প্রবীণদের উপেক্ষা করা হয়। বিশেষ করে--ব্যাংক, বিমা, বিদ্যুৎ অফিস, পাবলিক পরিবহন, হাসপাতাল, পোস্ট অফিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব বা অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। বিভিন্ন সামাজিকতা ও আচার অনুষ্ঠানে মুরব্বিগণ যথার্থ মূল্য পায় না। এমন সংস্কৃতি ন্যক্কারজনক।

৪. খাদ্য-পুষ্টি ও চিকিৎসাসেবার অপরিপূর্ণতা

অভাব অনটন অথবা অবহেলার কারণে বার্ধক্য বয়সের জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় খাদ্য-পুষ্টি পায় না। যার দরুন--প্রবীণ জনগোষ্ঠী নানান ধরনের রোগ ও দুর্দশায় আক্রান্ত হয়। অর্থের অভাবে অথবা সন্তানদের অনিচ্ছার কারণে হয় না তাদের চিকিৎসা। অন্যদিকে আমাদের দেশের হাসপাতালগুলোতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উপযুক্ত চিকিৎসা বিষয়ে নেই কোন বিশেষ বিভাগ বা সেল। নেই কোন বিশেষ ফিজিও থেরাপির ব্যবস্থা। ফলস্বরূপ প্রবীণ জনগোষ্ঠী পাচ্ছে না সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সুচিকিৎসা।

৫. আইন ও সরকারি সুরক্ষার অকার্যকরতা

জাতীয় প্রবীণ নীতি-২০১৩ এবং পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩ করা হলেও নেই কোন প্রয়োগ ও বাধ্যবাধকতা। অধিকাংশ মানুষ উল্লিখিত নীতি অনুসরণ করে না। মাবাবাকে ভরণপোষণ না দেওয়ার দরুন নেওয়া হয় না কোন আইনি ব্যবস্থা। ফলে, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্ব দিনদিন বেড়ে চলছে। অন্যদিকে সরকারের প্রদত্ত পেনশন, বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের জন্য ভাতা, ভিজিএফ-সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা যৎসামান্য ব্যক্তি পায়। অধিকাংশ ভাতার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অথচ, সমাজের একটা বৃহৎ-অংশ: বেসরকারি চাকরিজীবী, কৃষক, শ্রমিক-সহ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ কোন পেনশন বা আর্থিক সুবিধা পান না। ফলস্বরূপ বার্ধক্য বয়সে অসহায়ত্ব ও দুর্যোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্ব দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়নে করণীয়

উপর্যুক্ত সমস্যার আলোকে আমাদের সমাধানের পথ অবলম্বন করতে হবে। এবিষয়ে নিম্নলিখিত পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে--

- আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। পাঠ্যক্রমে জাতীয় প্রবীণ নীতি-২০১৩ ও পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩ সংযোজন-পূর্বক তা যথাযথভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আদর্শ সমাজ-গঠন, সবার মধ্যে নীতি-নৈতিকতার উন্নয়ন ও চর্চা, বিভিন্ন বয়সের জনগোষ্ঠীর খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান সৃজন ও দারিদ্র্য হ্রাস বিষয়সমূহের বাস্তবতার ভিত্তিতে জাতীয় পাঠ্যক্রম তৈরি করা। সন্তান ও আপনজনেরা বার্ধক্য মাবাবা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণের ভার বাধ্যতামূলকভাবে বহন করবে--এমন সংস্কৃতির শতভাগ অনুশীলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

- সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন ব্যবস্থা সর্বস্তরে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একান্তভাবে দরকার। অবসর উত্তর প্রবীণদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রাখা। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অনুদান, ঋণ গ্রহণের সুযোগ, আয়কর মওকুফ ইত্যাদি সুবিধা বিদ্যমান রাখতে হবে।

- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতার ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। সবার জন্য পেনশন ব্যবস্থা গ্রহণ। যদিও সরকার সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তথাপি বর্তমানের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কোন সুযোগ এখানে রাখা হয়নি। অন্যদিকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রবীণ বিমা কর্মসূচি চালু করা। জাতীয় বাজেটে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা রাখা।

- মেডিকেল পাঠ্যসূচিতে জেরিয়েট্রিক বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। চিকিৎসা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পেশাদারের উন্নয়ন করা। বিশেষ করে--জেরিয়েট্রিক মেডিসিন, জেরোন্টোলজিক্যাল নার্সিং, থেরাপি, পুষ্টি, যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা। প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল ও ক্লিনিকে জেরিয়েট্রিক মেডিসিন বিভাগ/ইউনিট স্থাপন করা। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে প্রবীণদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রবীণ রোগীদের জন্য আলাদা কাউন্টার ও কর্নার স্থাপন করা। প্রবীণ রোগীদের জন্য পৃথক অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখা। প্রবীণদের জন্য কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ শয্যা সংরক্ষণ করা। তাদের জন্য বিনামূল্যে ও বিশেষ ক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া।

- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে এবিষয়ে গুরুত্ব তুলে ধরা। সবার মধ্যে প্রবীণ সচেতনতা ও কল্যাণের মনোবৃত্তি তৈরি করা। বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে প্রবীণ উন্নয়ন শিক্ষা, প্রবীণ কল্যাণ, প্রবীণ উন্নয়ন কর্ম ইত্যাদি বিষয় চালু করা। প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করা।

- প্রবীণ নীতি ও পিতামাতার ভরণপোষণ আইন শতভাগ বাস্তবায়ন করা। এবিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা। অফিস আদালত--সর্বস্তরে প্রবীণ ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের গুরুত্ব ও সম্মানের অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া।

এসএসএস-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

এসএসএস ২০১৬ সালের প্রথমদিকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। কর্মসূচিটি পিকেএসএফ ও এসএসএস-এর যৌথ-অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এসএসএস-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিটি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ও হুগড়া ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এবিষয়ে সংস্থা একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপ হতে ৪,২৯১ জন প্রবীণ ব্যক্তি পাওয়া যায়। বর্তমানে ৪,৬০০ জন প্রবীণকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে দাইন্যা এবং হুগড়া ইউনিয়নে দুটি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিয়ন-পর্যায়ে ০২টি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ১৮টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কর্মসূচির কার্যক্রম:

প্রবীণগণের জীবনমান রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রবীণ-সহায়ক উপকরণ (কম্বল, চাদর, লাঠি, কমোড চেয়ার, ছাতা, হুইলচেয়ার ইত্যাদি) প্রদান, বয়স্কভাতা, আইজিএ প্রশিক্ষণ, প্রবীণ দিবস পালন, মৃতের সৎকার, প্রবীণ মেলার আয়োজন, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, মাসিক সভা-সেমিনারের আয়োজন, ফিজিওথেরাপি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক পরিষেবা, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও পিতামাতার খেদমতকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা ইত্যাদি কর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন:

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বেশকিছু অর্জন লক্ষণীয়। এরমধ্যে প্রবীণ-সহায়ক উপকরণ বিতরণ--কম্বল ৫২৫টি, চাদর ২১৫টি, লাঠি ১৬০টি, কমোড চেয়ার ১০০টি, ছাতা ১০০টি ও হুইল চেয়ার ৩০টি; প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে ২০০ জন প্রবীণকে বয়স্ক ভাতা প্রদান; জন প্রতি ২,০০০ টাকা করে ৭৭ জন মৃত প্রবীণের দাফনকাফন সম্পন্নকরণ; ৩,২০০ জন প্রবীণকে চিকিৎসাসেবা প্রদান; ২৪ জনের ছানি অপারেশন; একজন প্রবীণকে আবাসন ভাতা প্রদান, দুজন প্রবীণকে টি-স্টল স্থাপন করে দেওয়া; দুটি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন; আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের উপর ৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংস্থার প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি স্বল্পসময়ের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ অসহায় ও দারিদ্র্য-পীড়িত জ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালনায় সহায়ক হচ্ছে। প্রবীণগণের বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সুরাহা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন

০১ অক্টোবর ২০২৩ এসএসএস আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন করে। দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো--"সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা।" দিবসটি পালন উপলক্ষে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসএসএস ও পিকেএসএফ-এর যৌথ সহায়তায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জাতিসংঘ ১৯৯০ সালে প্রতিবছর পহেলা অক্টোবর দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর ১৯৯১ সালের পহেলা অক্টোবর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিবসটি পালিত হয়।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ০১ অক্টোবর সকাল ১০টায় এসএসএস-এর উদ্যোগে দাইন্যা ইউনিয়নে বিলবাথুয়াযানীতে অবস্থিত প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি দাইন্যা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে এসে শেষ হয়। এসময় র‍্যালিতে দাইন্যা ইউনিয়নের প্রবীণ কমিটির সদস্যগণ, এসএসএস-এর বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মিবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

এরপর সকাল ১১টায় দাইন্যায় প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো. আফজাল হোসেন।

আলোচনা শেষে ০৫ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ এবং ০৫ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে পুরস্কার দেয়া হয়। পাশাপাশি ০২ জন দুঃস্থ প্রবীণকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে, ০২ অক্টোবর ২০২৩ হুগড়া ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এসএসএস বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ০২ অক্টোবর সকাল ১০টায় এসএসএস-এর নেতৃত্বে হুগড়া ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। এরপর সকাল ১১টায় হুগড়া ইউনিয়ন পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরে আলম তুহিন।

আলোচনা শেষে ০৫ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ এবং ০৫ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তানের পুরস্কার দেয়া হয়। পাশাপাশি ০২ জন দুঃস্থ প্রবীণকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

উপসংহার

আমরাও একদিন প্রবীণ হবো--এ ভাবনা সবার মধ্যে ধারণ করতে হবে। আমাদের সকলের সহযোগিতায়--গড়ে উঠবে দুর্ব্যবহার, অবহেলা, নির্যাতন ও শোষণমুক্ত প্রবীণ-বান্ধব সমাজ। এগিয়ে যাবে প্রতিটি পরিবার, প্রতিষ্ঠা পাবে সুসমাজ। উন্নত হবে রাষ্ট্র, কল্যাণ পাবে সমাজ, জাতি পাবে মহত্বের স্বীকৃতি।

পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ ২০২৩ পালন

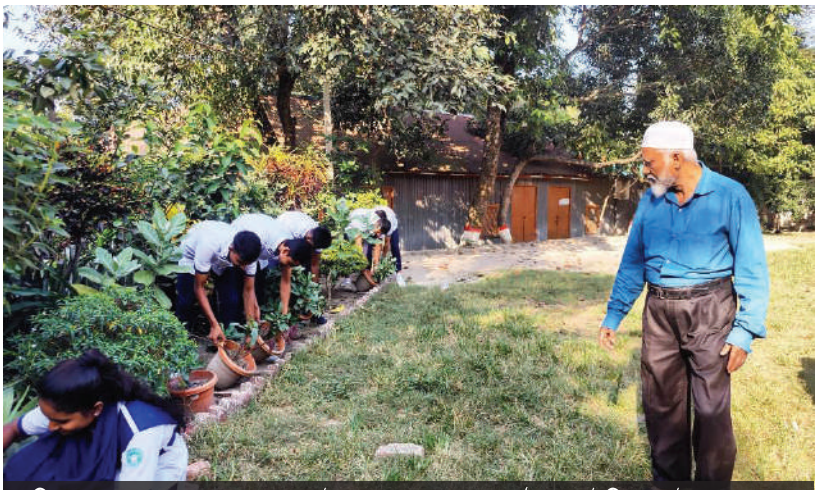

পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ-২০২৩ পালন উপলক্ষে এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের একাংশ

এসএসএস "পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ ২০২৩" পালন করে। ডেঙ্গুসহ সকল মশাবাহিত রোগ হতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষে এ কার্যক্রমটি সরকারিভাবে গৃহীত হয়। এসএসএস জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশব্যাপী সকল অফিস ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সপ্তাহটি পালন করেছে। উক্ত কর্মসূচি সফল করার লক্ষে এসএসএস ২৯ অক্টোবর হতে ০৪ নভেম্বর ২০২৩ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

উপলক্ষে এসএসএস কর্মএলাকার সকল যোন, এরিয়া ও শাখা অফিস এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহে নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে। গৃহীত কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল: সকল অফিস ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ ২০২৩ সফল করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান। বিভিন্ন অফিস ও প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ পরিষ্কারকরণ, মশা নিরোধক স্প্রে দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণ, আঙ্গিনা হতে আবর্জনা ও আগাছা নির্মূলকরণ, বিভিন্ন অফিস ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মী ও সংস্থার সদস্যদের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধকরণ।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে এসএসএস-এর মানববন্ধনে অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

০৯ ডিসেম্বর ২০২৩ টাঙ্গাইলে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপনে এসএসএস অংশগ্রহণ করে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুর্নীতিবিরোধী কমিশন (টাঙ্গাইল) দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

এ উপলক্ষে সকাল নয়টায় টাঙ্গাইল সদরে অবস্থিত শামসুল হক তোরণের পাশে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচিতে এসএসএস স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এসএসএস ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণও সেখানে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ০৯.৩০টায় দুর্নীতিবিরোধী কমিশন (টাঙ্গাইল)-এর নেতৃত্বে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি টাঙ্গাইলের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য, ০৯ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে গৃহীত UN Convention Against Corruption (UNCAC) স্মরণে সারাবিশ্বে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০০৭ সালে উল্লিখিত কনভেশনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ২০১৭ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন শুরু করা হয়।

এসএসএস বুলেটিন

মহান বিজয় দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এসএসএস-এর র‍্যালি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও এসএসএস ৫৩তম মহান বিজয় দিবস যথাযথ গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপন করে। টাঙ্গাইলে এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন অফিস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দেশব্যাপী শাখা অফিসসমূহে নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে।

দিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল সাড়ে সাতটায় এসএসএস-এর কর্মকর্তা ও কর্মিবৃন্দ ফাউন্ডেশন অফিসে উপস্থিত হন। এ সময় ফাউন্ডেশন অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৭.৪৫টায় এসএসএস-এর ব্যানারে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ময়মনসিংহ রোড, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, ভিক্টোরিয়া রোড ও নিরালা মোড় হয়ে পৌর উদ্যানে পৌঁছে। সকাল ৮.০০টায় এসএসএস-এর কর্মকর্তা ও কর্মিবৃন্দ টাঙ্গাইল পৌর উদ্যানের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসএসএস ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সকাল ১০টায় এসএসএস-এর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম, এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রভৃতি) আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনবদ্য ভূমিকার উপর আলোচনা করেন।

শেখ রাসেল দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

এসএসএস-এর কর্মিগণের শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শেখ রাসেল দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে ১৮ অক্টোবর ২০২৩ দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মাধ্যদিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। এসএসএস ও এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৮ অক্টোবর ২০২৩ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

এ উপলক্ষে এসএসএস-এর কর্মীগণ ১৮ অক্টোবর সকাল ১০টায় সংস্থার ফাউন্ডেশন অফিস (টাঙ্গাইল) প্রাঙ্গণে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব সাধন চন্দ্র গুণ, পরিচালক (ঋণ) জনাব সন্তোষ চন্দ্র পাল এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মিবৃন্দ।

সকাল ১১টায় এসএসএস-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ফাউন্ডেশন অফিসের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মবার্ষিকী ও শেখ রাসেল দিবস-২০২৩ উপলক্ষে এসএসএস-এর মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয় ও অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানসমূহেও দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে ছিল: শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল, রচনা, হাতের লেখা, কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, দেয়ালিকা প্রকাশ, প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি।

এসএসএস বুলেটিন সংস্থার উন্নয়ন ঘটনা-প্রবাহের মুখপত্র। সংস্থার প্রতি আপনার আগ্রহ ও সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। সংস্থার জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, দারিদ্র্য দূরীকরণে সৃজনশীলতা ও সার্বিক প্রগতির ধারা চলমান থাকুক--এই আমাদের প্রত্যাশা।